দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে হচ্ছে পৃথক জাতীয় একাডেমি

রূপরেখা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ কমিটি

মুসতাক আহমদ

ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশে পৃথক জাতীয় একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ওই একাডেমিতে প্রাথমিকভাবে দেশে বিদ্যমান মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। শিক্ষার্থীদেরও এতে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারের এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের ইংরেজির ব্যাপারে দক্ষ করা। মূলত এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই এ বিষয়ে খারাপ করার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই বিশেষ উদ্যোগ নিল। সূত্র জানায়, একাডেমি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়নসহ ইংরেজি শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বুধবার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত ১৬ সদস্যের কমিটিকে আগামী দু'মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে।

এবার এসএসসি পাসের হার ৭০ ভাগের সামান্য বেশি। অর্থাৎ প্রায় ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। সূত্র জানায়, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড থেকে সম্প্রতি এসএসসি ও দাখিলে প্রায় ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেলের কারণ অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, তাতে ইংরেজিকেই প্রধান কারণ উল্লেখ করে উল্লিখিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ কমিটি গঠন করল। আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক জানান, সাত কারণে শিক্ষার মানের বৈপরীত্য ও বৈষম্য এবং পাসের নিম্নমুখিতা বাড়ছে। এগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে ইংরেজি-অংকের শিক্ষক সংকট।

প্রসঙ্গত, শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষার মানের পার্থক্য একেবারেই বিপরীত। যেখানে পাবলিক পরীক্ষায় শহরের প্রতিষ্ঠানে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীর গড়ে ৮৮ ভাগ উত্তীর্ণ হয়, সেখানে গ্রামের মাত্র ৪৪ ভাগ সফলতার মুখ দেখে। শিক্ষা বোর্ডগুলো অনুসন্ধানে জেনেছে, এ ফেলের পেছনে প্রধান নিয়ামক শক্তি হল ইংরেজি এবং গণিত বিষয়। বোর্ডগুলোর হিসাব অনুযায়ী, ফি বছর যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে তার মধ্যে প্রায় ৯৩ ভাগই ইংরেজি ও গণিতে খারাপ করে থাকে। ২০০৮ সালে কেবল রাজশাহী বোর্ডে যেখানে শুধু ইংরেজিতে ৭১ ভাগ পাস করেছিল, একই বোর্ডে সেখানে ২০০৯ সালে ৮ ভাগ কম বা ৬৩ ভাগ পাস করেছে। ঢাকা বোর্ডে ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে মোট ২ লাখ ৮ হাজার ২৯৩ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৫৪ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৮৪ ভাগ। ফেল করেছে ৩৫ হাজার ৭৩৯ জন। আর ২০০৯ সালে একই পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২ লাখ ২৮ হাজার ৩৯৬ জন অংশ নিয়ে পাস করে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯০৬ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩৯ ভাগ। ফেল করেছে ৫৮ হাজার ৪৯০ জন। পৃথকভাবে ইংরেজি দুটি পত্রের হিসাবে দেখা যায়, ২০০৮ সালে প্রথম পত্রে ৮৭ ভাগ এবং দ্বিতীয় পত্রে ৮২ ভাগ পাস করেছিল। ২০০৯ সালে এসে এই হার প্রথম পত্রে দাঁড়ায় ৮৬ ভাগ আর দ্বিতীয় পত্রে ৭৬ ভাগ। বিপরীত দিকে ২০০৮ সালে গণিতে পাস করেছিল ৯১ ভাগ। ২০০৯ সালে পাস করেছে ৮৭ ভাগ। অর্থাৎ মানের এবং পাসের হার দুটির বিবেচনা নিম্নমুখী। আর এবারের পরীক্ষায় ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ফেল করেছে রাজশাহী বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৭৬২, পাস করেছে ৬৭ হাজার ৩৪৭ জন। অর্থাৎ ৩৬ দশমিক ৩২ ভাগই ফেল করেছে। গত বছর এ বোর্ডে পাস করেছিল ৭১ দশমিক ৩০ ভাগ। অর্থাৎ, এবার পাসের হার ৮ ভাগেরও বেশি কমেছে। গতবছর বা ২০০৮ সালে সিলেট বোর্ডে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪৫ ভাগ ফেল করেছিল। মোট ২৮ হাজার ১২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার ৬০৭ জন পাস করেছিল। এবার ৩৫ হাজার ৮০৯ জনের মধ্যে ৩০ হাজার ৮০১ জনই পাস করেছে। পাসের হার ৮৬ দশমিক ০১ ভাগ। মাদ্রাসা বোর্ড ছাড়া অন্যান্য বোর্ডেও ইংরেজিতে ফেলের হার একই ধরনের। এবার মাদ্রাসা বোর্ডে ইংরেজিতে ৯০ দশমিক ৮৯ ভাগ। গত বছর ফেলের হার ছিল মাত্র ১১ দশমিক ৭২ ভাগ।

কমিটিকে যেসব কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা ও মান [illegible] ইংরেজি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রদান, ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, ইংরেজি শিক্ষার জাতীয় একাডেমি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন এবং ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহীন কবীর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), প্রধান (পরিকল্পনা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, নায়েমের প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ মোঃ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ফজলুর রহমান, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ইংরেজি শিক্ষক বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রকল্প পরিচালক (এসএকিউএইপি), টিকিউআই-সেপ প্রকল্প পরিচালক, ধানমণ্ডি গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) মোঃ কামরুল ইসলাম এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ইএলটিআইপি প্রকল্প পরিচালক।